Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল্লাহ আল ফাহিম

রোলঃ 215001394216

০১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল্লাহ আল ফাহিম

রোলঃ 215001394216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আব্দুল্লাহ আল ফাহিম, আইডিঃ 215001394216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০১ জুন, ২০২৪ ইং

আব্দুল্লাহ আল ফাহিম

আইডিঃ 215001394216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

১। কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব 8

১.১। মানব জীবনের নি'আমত 9

১.২। আল্লাহর ভর্ৎসনা 11

১.৩। আল্লাহ কর্তৃক সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ 12

২। সময়ের মূল্যায়নের বর্ণনায় হাদীছে রাসূল 14

২.১ । নতুন প্রভাতের পাথেয়..15

২.২ । কেয়ামতের দিন প্রথম জিজ্ঞাসা...15

৩। সময়ের পাবন্দ সালাফগণ..17

৩.১ । সময়ের ব্যাপারে সাহাবী-তাবেয়ীদের উক্তি 18

৩.২ । চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন যিনি...19

৩.৩ । কলমের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা...20

৪। সময়ের বর্গক্ষেত্র...201

৪.১ । প্রথম বাহু : ইমান ও আমলসংক্রান্ত 22

৪.২ । দ্বিতীয় বাহু : দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন...27

৪.৩ । তৃতীয় বাহু : সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা.....................................28

৪.৪ । চতুর্থ বাহু : বিনোদন মানেই সময় নষ্ট নয় 32

৫। সময়ের স্বদ্ব্যবহারের উপায়...36

৫.১ । শীতের রাতের দীর্ঘতার প্রশংসা 39

৫.২ । অলসতা ও বিরক্তি দূর করার পদ্ধতি 42

৫.৩ । উচ্চমর্যাদা অন্বেষীর গুণাগুণ 44

৫.৪ । পরিচিত, বিরাজিত ও প্রতিশ্রুত 45

৫.৫ । ইবনুল জাওযী (রহ.) এর উপদেশ..47

৫.৬ । কাজের প্রকৃত সময় হল যৌবনকাল 48

শেষ কথা..50

ভূমিকা

'সময়ের মূল্য' দু'টিমাত্র শব্দের ছোট্ট এই শিরোনাম। কিন্তু তাতে রয়েছে যেমন অর্থবহতা, তেমনি বহুমাত্রিকতা। ফলে এ সম্পর্কিত আলোচনাতেও রয়েছে নানা বৈচিত্র ও বহুমুখিতা ।

একজন দার্শনিকের কাছে সময়ের মূল্য যেরূপ, একজন ব্যবসায়ীর কাছে তা সেরূপ নয়। একইভাবে একজন কৃষক, একজন কারিগর, একজন সৈনিক, একজন রাজনীতিবিদ, একজন যুবক, একজন বৃদ্ধ, প্রত্যেকের কাছেই সময়ের মূল্য এবং প্রকৃতি ভিন্ন। তদ্রূপ একজন তালিবে ইলম ও আলিমের কাছে এর প্রকৃতি আরও ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

সর্বোত্তম যুগে তথা প্রথম যুগের মুসলিমরা সময়ের সাথে কীরকম আচরণ করতেন তা এখন আমাদের চোখের সামনে। তারা সময়কে খুব হিসাবনিকাশ করে খরচ করতেন। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়ে সময়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সময়ের প্রতিটি অংশকে কোনো না কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করতেন। তা হতে পারে জ্ঞানার্জন অথবা কল্যাণমুখী কোনো কাজ। আবার হতে পারে আল্লাহর পথে জিহাদ, কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ভিত নির্মাণ কিংবা মজবুত শিকড়বিশিষ্ট মাথা উঁচু করে রাখা এক সভ্যতার বিনির্মাণ। আজ মুসলিমরা তাদের সময়গুলো অবহেলায় নষ্ট করে ফেলছে। অপচয় করে ফেলছে নিজেদের জীবনকে। তাদের নির্লিপ্ততা এখন নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। বনি আদমের কাফেলায় তাদের অবস্থান এখন পেছনের সারিতে। অথচ একদা তারাই সামনের সারিতে বসে বনি আদমের নেতৃত্ব দিত। পার্থিব বিবেচনায় তারা যেমন নিজেদের দুনিয়া সাজাতে পারেনি, তেমনি দ্বীনি বিবেচনায় আখিরাতের জন্যও কিছু করতে পারেনি। তারা দুকূলই হারিয়েছে, দুটো কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে।

আফসোস, যদি তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত! তাহলে দুনিয়ার সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন আগামীকালই তার মৃত্যু হবে। কুরআনের অর্থবোধক এই আয়াতটিকে তাদের স্লোগান বানাত-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো।' -সূরা বাকারা : ২০১

হয়তো সময়ের গতি একদিন তাদের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করে দেবে। দিন-রাতের বিবর্তন তাদের সতর্ক করে দেবে। তবে যদি কখনো তাদের হৃদয় ও মনে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, কেবল তখনই তা সম্ভব হতে পারে।

১। কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

পার্থিব জীবনে মুমিনের মূল পুঁজি সামান্য কিছু সময়। সময় কল্যাণের পথে ব্যয় ও সময় থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টাকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ রয়েছে। সময়ের সঠিক ব্যবহারে শিথিলতা প্রদর্শন করা জীবনের মূল পুঁজি ধ্বংসের নামান্তর। সময়ের সঠিক ব্যবহার মুমিনকে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছে দিতে পারে। অপরদিকে সময়ের অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে জাহান্নামে। প্রবাদ আছে যে সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। পবিত্র কুরআন মাজীদে সময়ের পরিচর্যায় স্ববিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইসলাম প্রতিটি কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ছাড়াও অধিকাংশ বিষয়সমূহ সময়ের মালায় গাঁথা। আল্লাহ বলেন : নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা : ১০৩)। এখানে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সালাত আদায়ের তাকিদ দিয়ে সময়ের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। তেমনিভাবে ইসলামের প্রতিটি কাজ সময় মতো পালন করতে হবে। অন্যথায় তা যথাযথভাবে আদায় হবে না।

১.১। মানব জীবনের নি'আমত

মানব জীবনের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নি'আমত হল সময়ের নি’আমত। এমনকি তার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল এই সময়। সময় হল মানব জীবনের মূলধন। সময় হল মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের এবং আত্মোপকার ও পরোপকারের ক্ষেত্র। কুরআনে করীম এই মৌলিক নি'আমতের বিরাটত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং অন্যান্য নি'আমতের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এসেছে সময়ের মূল্য, তার সমুন্নত মর্যাদা ও বিরাট প্রভাবের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। বান্দাদের প্রতি এই বিরাট নি'আমতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَه وَانَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَان لظَلُومٌ كَفَّارَهَ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। -সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় নিঅ'মাতের সাথে রাত-দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সে দু'টিতো সময়ই যার মূল্য সম্পর্কে এখানে আলোচিত হচ্ছে এবং এই বিশ্বজগত- তার সূচনার শুরু থেকে সমাপ্তির শেষ পর্যন্ত- যাকে সঙ্গী করে চলছে ও চলবে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা এই মহা অনুগ্রহ 'সময়-সম্পদের মূল্য বুঝাতে গিয়ে বহু আয়াতে এর উল্লেখ করেছেন। যেমন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থ : তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। - সূরা নাহল : ১২

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ايَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاه

অর্থ : আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। আর রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। -সূরা বানী ইসরাঈল : ১২

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُ واللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

অর্থ : তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্য। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা (প্রকৃতই নিষ্ঠার সাথে) শুধু তাঁরই ইবাদত কর। -সূরা হা-মীম সেজদা : ৩৭

১.২। আল্লাহর ভর্ৎসনা

কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে কাফেররা যখন নিজেদের জীবনকালকে বরবাদ করলো, আল্লাহ প্রদত্ত সময়-সম্পদকে আল্লাহর নাফরমানিতে নষ্ট করল, দীর্ঘ জীবন পাওয়া সত্ত্বেও কুফর ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করলো না, তখন আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কারমূলক সম্বোধন করে বলেন :

أَوَلَمْ نُعَيْرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرِه

অর্থ : আমি কি তোমাদেরকে এতটা দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। সুতরাং শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।
-(সূরা ফাতির : ৩৭)
চিন্তা-ভাবনা করা, উপদেশ গ্রহণ করা, ঈমান আনা ও সতর্ক হওয়ার জন্য 'তা'মীর' তথা দীর্ঘজীবন দানের নি'আমতকেই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আর মানুষের বয়স তথা জীবন-কালকে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে তিনি বিভিন্ন আয়াতে নবী ও সতর্ককারীগণের আগমনকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, নবীগণের আগমন যেমনিভাবে মানুষের জন্য বিরাট নি'আমত তেমনিভাবে সময়-সম্পদও বিরাট নি'আমত ।
কাতাদাহ র. বলেন :

اعلموا أن طول العمر حُجّة، فنعوذ بالله أن تعير بطول العمر

অর্থ : জেনে রাখ, দীর্ঘ জীবন কিন্তু (আমাদের বিরুদ্ধে) প্রমাণ। সুতরাং এমন দীর্ঘ জীবন থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যার কারণে আমাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত)

أعذر الله عزّ وجلّ إلى امرء أخر عمرة حتى بلغه ستين سنة
مَنْ عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في عُمره

(১) যার জীবনকালকে আল্লাহ ষাট বছর দীর্ঘায়িত করেছেন তার জন্য তিনি অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাকে পূর্ণ হিসাব- নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে। [1]

(২) যাকে আল্লাহ ষাট বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছেন, তার অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। [2]

অর্থাৎ তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য ষাট বছর যথেষ্ট সময়। এ সময়ের মধ্যেও যার বোধোদয় হয়নি সে আর কী অজুহাত পেশ করবে!

১.৩। আল্লাহ কর্তৃক সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ

পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআনে বিরাট এই নি'আমত সম্পর্কে আরও বহু আয়াত রয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে বহু সংখ্যক আয়াতে সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ করেছেন। রাত-দিন, পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন, প্রভাত ও গোধুলিকালের শপথ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে।

যথা :

[1] সহীহ বুখারী: ১১: ২৩৮

[2] মুসনাদে আহমদ : ২ : ৪১৭

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

অর্থ : শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের; যখন তা উদ্ভাসিত হয়। (সূরা লাইল : ১-২)

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَه وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَه

অর্থ : শপথ রাতের, যখন তার অবসান হয়। শপথ দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। (সূরা মুদ্দাছছির : ৩৩-৩৪)

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

অর্থ : আমি শপথ করি অস্তরাগের ও রাতের এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে তার। (সূরা ইনশিকাক : ১৬-১৭)

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِه

অর্থ : শপথ ঊষার। শপথ দশ রাতের। (সূরা ফাজর : ১,২)

وَالضُّحى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجي.

অর্থ : শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাতের, যখন তা হয় নিঝুম। (সূরা দুহা : ১- ২)

وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِه

অর্থ : মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আসর : ১-২)

বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাবী র. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা আসর এর ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

“আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ সময়ের মাঝেই আবর্তিত হয় এবং অস্তিত্ব লাভ করে সকল বিস্ময়কর বিষয়। আর দুনিয়ার সবকিছু এবং সকল বিষয় এই সময়ের পরিধিতেই পরিবেষ্টিত। মানুষের সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ-দুর্দশা, সুস্থতা-অসুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ও অভাব-দারিদ্র্য সবকিছুর প্রকাশ তো এই সময়ের মাঝেই হয়। তাছাড়া পৃথিবীর কোন কিছুই সময়ের মত মূল্যবান নয়।“

বস্তুত সময় হল আল্লাহপ্রদত্ত অন্যতম মৌলিক নি’আমত। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, দিন এবং রাত হল মূল্যবান সুযোগ বুঝে বা না-বুঝে মানুষ যা বরবাদ করে এবং হাতছাড়া করে। সময় হল খাঁটি নি’আমত, যাতে কোন খুঁত বা ত্রুটি নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ও ত্রুটিযুক্ত হয় মানুষ।

২। সময়ের মূল্যায়নের বর্ণনায় হাদীছে রাসূল

এতক্ষণ কোরআনের আলোকে সময় সম্পদের মূল্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হল এবং একথা বর্ণনা করা হল যে, সময় হল অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নি'আমত। তবে হাদীছে এর বর্ণনা আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। যেমন, বুখারী, তিরমিযী ও ইবন মাজায় ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ

অর্থ : দু'টি নিঅ'মাতের ক্ষেত্রে বহু মানুষ প্রতারিত হয়, (সে দু'টি হল) সুস্থতা ও অবসর। [3]

দুনিয়া হল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র ও ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে যা আবাদ করা হবে তার ফসল আখেরাতে পাওয়া যাবে। এখানে যে ব্যবসা করা হবে তার লাভ অবশ্যই পরকালে ভোগ করা যাবে। সুতরাং যে সুস্থতা ও অবসরকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যবহার করবে সে হবে ঈর্ষার পাত্র। আর যে তা ব্যবহার করবে আল্লাহর নাফরমানিতে সেই হবে প্রতারিত। কেননা অবসরের পরই আসে ব্যস্ততা এবং সুস্থতার পরেই অসুস্থতা। এভাবে এক সময় মৃত্যুসংবাদবাহী বার্ধক্য এসে জীবনের কড়া নাড়বে। সুতরাং সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

[3] সহীহ বুখারী : ১১: ২২৯, তিরমিযী : ৪ : ৫৫০, ইবন মাজাহ : ২ : ১৩৯৬

২.১ । নতুন প্রভাতের পাথেয়

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من يوم ينشقُ فجره إلا ويُنادى : يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود منى فإني لا أعود إلى يوم القيامة ،

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখনই কোন দিনের প্রভাত উদিত হয়, তখনই সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর। কেননা, কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না ।

وفي رواية أخرى : ما من يوم طلعت شمسه إلا يقول : من استطاع أن يعمل في خيرا فليعمله، فإنى غير مكتر عليكم أبدا.

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে-

যখনই কোন দিনের সূর্য উদিত হয়, তখনই সে (দিন) বলে, যে আমার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে কোন কল্যাণ কর্ম করতে পারে সে যেন তা করে নেয়। কেননা আমাকে কখনও তোমাদের কাছে পুনরায় পাঠানো হবে না ।

২.২ । কেয়ামতের দিন প্রথম জিজ্ঞাসা

আবু বারযাহ আসলামীর রহ. সূত্রে ইমাম তিরমীযি রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأَل عن عُمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه

অর্থ : জীবনকাল কিসে ব্যয় করেছে, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। আর দেহটাকে কোন কাজে কীভাবে ক্ষয় করেছে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা

এক পা-ও নড়তে পারবে না। প্রায় একই অর্থের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন বাযযার ও তাবরানী রহ. আল কাবির গ্রন্থে মুআয ইবন জাবাল রা. এর সূত্রে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناه ، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلمه ماذا عمل به

অর্থ : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন চারটি বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে কোনো বান্দা এক পা-ও নড়তে পারবে না।

এক. জীবন সে কিসে কাটিয়েছে। দুই. যৌবন সে কিসে ক্ষয় করেছে। তিন. সম্পদ কোন পথে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। চার. ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।

'মুসতাদরাকে হাকেমে' ইবন আব্বাস রা. এর সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন—

اغتنم خمسا قبل خميس : شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

অর্থ : পাঁচটি অবস্থার পূর্বেই পাঁচ অবস্থার মূল্যায়ন কর। অর্থাৎ, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার, দারিদ্রোর পূর্বে সচ্ছলতার, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরের আর মৃত্যুর পূর্বে জীবনের।

উক্ত হাদীছসমূহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবনকালই হল কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। যা মূলত সময় ছাড়া কিছু নয়।

৩। সময়ের পাবন্দ সালাফগণ

আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরীগণ এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তীগণ সময় সংরক্ষণ ও কল্যাণকর্মে তা পূর্ণ করে রাখায় ছিলেন অত্যাগ্রহী। আলেম- আবেদ সকলেই এ ক্ষেত্রে ছিলেন সমান গুরুত্বের অধিকারী। সময়ের ব্যাপারে কৃপণতাবোধ ও অতি গুরুত্বারোপের কারণে তাঁরা তো প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট, এমন কি প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন । যেন একটি মুহূর্তও অনর্থক হাতছাড়া না হয়ে যায় সে জন্য সচেষ্ট ও নিমগ্ন থাকতেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "সবচে মূল্যবান ও কল্যাণকর ভাবনা হল যা আল্লাহর জন্য ও আখেরাতের জন্য ভাবা হয়।"

'আরেফ' তথা দূরদর্শী তো সে-ই যে তার সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করে। আর সময়কে নষ্ট করা মানে তো হল তার মধ্যকার সকল কল্যাণ হাতছাড়া করা। ছন্দের ভাষায়-

"ভাল ও কল্যাণ যত, সময় থেকেই সৃষ্ট।
পায় না দেখা কভু তার, যে করে তা নষ্ট।"

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, দীর্ঘদিন আমি সুফি-সাধকদের সংস্পর্শে থেকেছি। এ সময়ে তাদের থেকে শুধু দু'টি বিষয়ই অর্জন করতে পেরেছি।

এক. সময় হল তরবারি; তুমি যদি তাকে না কাট, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।

দুই. তুমি যদি নিজেকে সত্য ও ন্যায় কর্মে ব্যস্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে অসৎ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত করবে।

৩.১ । সময়ের ব্যাপারে সাহাবী-তাবেয়ীদের উক্তি

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন-

ما ندمت على شي ندمى على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملى

অর্থ : আমার সবচে' বেশী আফসোস ও পরিতাপ হয়- এমন দিনের জন্য, যে দিনের সূর্য ডুবে গেল, আমার দুনিয়ার হায়াত কমে গেল, অথচ আমার নেক আমল বৃদ্ধি পেল না ।

মনীষীগণ কত সুন্দর বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো দিন এভাবে কাটাল যে, তাতে কোনো হক প্রতিষ্ঠা করল না, ফরয আদায় করল না কিংবা মর্যাদা ও প্রশংসাযোগ্য কোনো কাজের ভিত রচনা করল না অথবা কোনো কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিল না বা কোন ইলম অর্জন করল না- সে তো ঐ দিনটির প্রতি অবহেলা করল এবং তাকে খুইয়ে বসল। আর নিজের প্রতিও অন্যায় ও অবিচার করল।

তাই তো কবি আবুল ফাতহ বুসতী রহ. বলেন,

إذا مضى يوم ، ولم أصطنع يدا * ولم أقتبس علما ، فما هو من عمرى

অর্থ : কেটে যাওয়া দিনে যদি আমার কোন কাজ না হয় কিংবা না হয় কোন ইলমের অর্জন, তবে কীভাবে আমি তাকে জীবনের অন্তর্ভুক্ত ধরি।

ইমাম মূসা কাযেম রহ. বলেন, যার দুটি দিন একই রকম হল এবং সে তাতে তুষ্ট রইল, তার ব্যাপারে বলা যায়, সে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হল। দিনের অতিক্রমণে নিজের মাঝে কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত না হলে সে তো নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।

খিলাফতে রাশেদার সার্থক অনুসারী উমর ইবন আবদুল আযীয র. বলেন-

إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما

রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে চলছে, (অর্থাৎ, তোমার চলা-ফেরা ও আচার-অভ্যাসে কোন না কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে।) তাই তুমিও তাদের মাঝে কাজ করে যাও, (অর্থাৎ, কোন না কোন পুণ্য ও ভাল কাজে দিন-রাতকে অতিবাহিত কর।)

প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী র. বলেন-

يا ابن آدم! إنما أنتَ أيَّام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك

হে আদম সন্তান! তুমি তো কতক দিনের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যখন একটি দিন অতিবাহিত হল তখন তোমার জীবনের একাংশ হারিয়ে গেল।

৩.২ । চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন যিনি

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাছান শায়বানী র., যিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা র. এর অন্যতম প্রসিদ্ধ শাগরেদ এবং তাঁর মাযহাবের প্রথম রচয়িতা। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত হন। ইলম অন্বেষণের তাগাদায় তিনি রাতে খুবই অল্প ঘুমাতেন। সব সময় বিভিন্ন কিতাব কাছে রাখতেন। যখন একটি পড়তে পড়তে একঘেয়েমি বোধ করতেন তখন অন্যটি শুরু করতেন। আর তিনি চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন এবং বলতেন- 'ঘুম তো উষ্ণতা থেকেই আসে। তাই শীতলতার মাধ্যমেই তাকে প্রতিহত করতে হয়।

লেখক আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আল্লাহু আকবার! সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ এই ইমাম কীভাবে সময়কে সংরক্ষণ করতেন! একঘেয়েমি ও বিরক্তিবোধ কাটাতে কী সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন! সময় ও কর্মসচেতন প্রত্যেক তালিবে ইলমের তো এমনই হওয়া উচিত।

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.ও এমনটাই করতেন। দীর্ঘ দরসে তাফসীরে যখন তিনি শ্রোতা ও উপস্থিতজনদের মাঝে কিছুটা বিরক্তি ভাব দেখতে পেতেন তখন বলতেন- স্বাদে কিছুটা পরিবর্তন ঘটাও, কিছুটা অম্লস্বাদ চেখে নাও। তখন তাঁরা বিষয় পাল্টে কবিতা চর্চায় মনোনিবেশ করতেন। ফলে তাদের মাঝে নতুনভাবে উদ্যম ফিরে আসত।

৩.৩ । কলমের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা

ইছাম ইবন ইউসুফ রহ. (মৃত্যু ২১৫ হিজরী) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় হানাফী ফকীহ এবং বলখ শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ। ইলমের সকল মূল্যবান রত্ন তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের জন্য (সে যুগে) তিনি এক দীনার (বা স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে একটি কলম ক্রয় করেছিলেন। আল্লামা তাশকুবরী র. তাঁর "মিফতাহুস্ সা আদাহ" গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখের পর লিখেন- 'জীবন তো খুবই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। অথচ ইলমের পরিধি তো এতটাই অসীম ও অপরিমিত যে, তার অবগতিও মানুষের সাধ্যাতীত। তাই প্রত্যেক তালিবে ইলমের উচিৎ, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা। একটি মুহূর্তকেও নষ্ট না করা। রাত ও রাতের নির্জনতাকে এবং একাকিত্বের সময়গুলোকে গণীমত মনে করা। জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞজনদের সান্নিধ্য এবং তাদের থেকে জ্ঞান-রত্ন আহরণের সুযোগকে নিজেদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ জ্ঞান করা, আর এগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করা। কারণ, সুযোগ বারবার আসে না, যা কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তার সব ফিরে পাওয়া যায় না। কবি খুব সুন্দর বলেছেন-

ولست بمدرك ما فات متي بلهف ولا بليت ولا لو أنى

অর্থ : যতই হোক আফসোস-দীর্ঘশ্বাস, কিংবা হোক যত হা-হুতাশ, একবার যদি হয় হাতছাড়া, তবে তার ফিরে আসার নেই কোন আশ্বাস।

৪। সময়ের বর্গক্ষেত্র

সময় এক আশ্চর্যজনক বর্গক্ষেত্র। এর চারটি পার্শ্ব বা বাহু রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহুটি হলো, যখন কারো কাছে একের পর এক সময়গুলো উপস্থিত হতে থাকে, তখন সে তা নষ্ট হওয়া থেকে এবং অযথা ব্যয় হওয়া থেকে রক্ষা করবে। আর চারটি বাহু হলো :

১. আমল করা

২. দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করা

৩. সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা

৪. বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করা

সবার জীবন এই চারটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই চারটি বাহুর উপকারিতা কী ?

- **<u>শ্রেণিবিন্যাস :</u>**

স্বভাবগতভাবেই মানুষ খুব দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে যায় এবং বারবার সংঘটিত হওয়া বিষয়কে এড়িয়ে যায়। তাই ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচা ও সময়কে উত্তমভাবে কাজে লাগানোর জন্য শ্রেণিবিন্যাসের খুবই প্রয়োজন।

- **<u>ভারসাম্য বজায় রাখা :</u>**

খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই জীবনের নানামুখী অংশের সাথে ভারসাম্য করে চলতে পারে । তাই অনেক যুবককে দেখা যায়, সে তার পড়ালেখার প্রতি খুবই যত্নবান, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি করে। অথবা সামাজিকতার সাথে মিশতে পারে না। আবার অনেককে দেখা যায়, খুব স্বাচ্ছন্দ্যে, সানন্দে, আনন্দ-উচ্ছলতার সাথে জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু পড়ালেখার ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ। যে ব্যক্তি তার জীবনের সর্বদিকের সাথে

ভারসাম্য রক্ষা করে চলে এবং তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে, সেই হলো প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মানুষ।

ভারসাম্য রক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই চারটি বাহুকে সমানভাবে পালন করতে হবে। একজন ছাত্র পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে পড়ালেখা, মুতালাআ, যোগ্যতা অর্জন ও গবেষণায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে জীবনের অন্য অংশগুলোকে অবহেলা করছে। সুতরাং সবক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক জিনিসকে তার জন্য নির্ধারিত অংশ ও প্রাপ্য দিতে হবে।

৪.১ । প্রথম বাহু : ইমান ও আমলসংক্রান্ত

প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজের সময়গুলোকে নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া। যেমন : একটি আয়াত তিলাওয়াত করা, হাদিসের আলোচনা, ইসতিগফার, তাসবিহ-তাহলিল, নামাজ, দাওয়াত, পড়ালেখা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শেখানো, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি। যদি সময়গুলোকে এসব আমল দ্বারা ব্যস্ত রাখা যায়, তাহলে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিগুলো ডানা মেলতে পারবে, উন্নত হবে। কারণ, সময়গুলো এভাবে কাজে লাগালে আমরা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হব। (হাদিসে কুদসিতে এসেছে) আল্লাহ তাআলা বলেন,'নফল আমলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি।" আর আল্লাহ তাআলা যেই বান্দাকে ভালোবাসেন, তার সাথে তিনি কী আচরণ করবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সময়কে কাজে লাগানোর এই মহাপুরস্কারের কারণেই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ অনুতপ্ত হয়েছেন। কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি বা দুনিয়ার কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে অনুতপ্ত হননি। বরং তিনি নিজেই বলছেন যে, "আমি সেদিনের মতো আর কোনো দিন কোনো কিছুর জন্য অনুতপ্ত হইনি, যেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছিল, অথচ আমার আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি।"

সময় তো একের পর এক অতিবাহিত হয়েই যাচ্ছে। সুতরাং যেই মুহূর্তটি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অতিবাহিত করা হয়নি, সেটি পরিত্যক্ত ও নষ্ট হয়ে গেল। যা আর কখনো ফিরে আসবে না। আর যেই মুহূর্তগুলোতে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করা হয়, সেই মুহূর্তগুলোই অত্যন্ত দামি ও লাভজনক। যেমনটি সুলাইমান আত-তামিমির মাঝে ছিল। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়, তাঁর এমন কোনো মুহূর্ত অতিবাহিত হতো না যে, তিনি সে সময় কোনো না কোনো সদাকা করেননি । আর যদি সদাকা করার মতো কিছু না থাকত, তাহলে তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়তেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে রাসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকাজ করো।' [4]

শাঈখ খালিদ আবু শাদী রচিত "সময়ের সঠিক ব্যবহার কিভাবে করবেন" বইয়ের আলোকে প্রথমেই প্রাত্যহিক কিছু আমলের রুটিন দেওয়া হলো :

১. বারো রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার সালাত আদায়: দিন ও রাতে মোট ১২ রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। হাদিসেও এমনটিই বর্ণিত আছে।

২. কুরআন তিলাওয়াত: নিয়মিত কুরআনে কারিম থেকে ৪/৬/১০ পৃষ্ঠা করে নির্দিষ্ট একটি অংশ তিলাওয়াত আবশ্যক করে নেওয়া। যার পক্ষে যতটুকু তিলাওয়াত করা সম্ভব, ততটুকু তিলাওয়াত করা চাই। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, কখনো কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

---

[4] সুরা আল-মুমিনুন : ৫১

৩. হিফজুল কুরআন : পবিত্র কুরআনে কারিমের তিলাওয়াতের পাশাপাশি প্রতিদিন একটু একটু করে মুখস্থ করা, যাতে জান্নাতে প্রবেশ করার পর ফেরেশতারা বলতে পারে যে, পড়ো আর ওপরের দিকে উঠতে থাকো। অতঃপর বান্দা একেকটি আয়াত তিলাওয়াত করবে আর ওপরের দিকে আরোহণ করতে থাকবে। রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন :

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ

'কিয়ামতের দিন কুরআনে কারিম ফ্যাকাশে ব্যক্তির মতো এসে তিলাওয়াতকারীকে বলবে, "আমাকে চেনো? আমি সে, যে তোমাকে রাত্রে জাগ্রত রাখত। মধ্যাহ্নের তাপের সময় পিপাসার্ত করে রাখত। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসার পিছে পিছে চলে, আর আমি আজ তুমি-সহ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর (তিলাওয়াতকারীর) পেছনে আছি।" অতঃপর তাকে জান্নাতের রাজত্ব দেওয়া হবে ডান হাতে আর স্থায়িত্বের পরওয়ানা দেওয়া হবে বাম হাতে। এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে।'

যারা কুরআন তিলাওয়াত করে না তাদের শাস্তিস্বরূপ নবি কারিম (স:) ইরশাদ করেছেন:

إنَّ الذي ليس في جَوْفِهِ شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الخَرِبِ

'যার অন্তরে কুরআনে কারিমের সামান্য অংশও নেই, সেটা বিধ্বস্ত বাড়ির ন্যায়।' [5]

৪. বিতর সালাত: এক রাকআত হলেও বিতরের সালাত আদায় করা। (বিতর সালাতের রাকআত সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। হানাফীদের মতে বিতরের সালাত তিন রাকআত পড়া ওয়াজিব।)

৫. চাশতের সালাত আদায় করা: আমাদের দেহের ৩৬০ জোড়ার দৈনন্দিন আবশ্যকীয় সদাকার পরিবর্তে চাশতের দুই রাকআত সালাতের বৈধতা আরোপ করা হয়েছে। পুরো

---

[5] সুনানুত তিরমিযী: ২৯১৩

দেহের অর্থাৎ এই ৩৬০ জোড়ার সদাকা হিসেবে সামান্য এই দুই রাকআত সালাতই যথেষ্ট। এটি কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। অথচ অধিকাংশ মানুষ তা থেকে গাফিল।

৬. নফল সিয়াম: শাওয়াল, আশুরা, আরাফা এবং প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়ামগুলো পালন করা।

৭. বেশি বেশি সদাকা করা: তালক ইবন হাবীব (রহঃ) প্রত্যেক সালাতের সময় সদাকার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে বের হতেন। যদি কিছু না পেতেন, তাহলে তিনি পেঁয়াজ নিয়ে যেতেন আর বলতেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রাসুলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সদাকা দাও। [6]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার আগে কিছু সদাকা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

৮. প্রতিদিন হজ-উমরা পালন করা: কেননা নবি কারিম (স:) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করে, অতঃপর দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ ও উমরার সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল (স:) বলেছেন, 'পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ (হজ ও উমরার সাওয়াব)।' [7]

---

[6] সূরা আল-মুজাদালা: ১২

[7] সুনানুত তিরমিজি : ৫৮৬

৯. দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করা: সমস্ত নবি-রাসুলের রিসালাতের একটি গুরুদায়িত্ব ছিল আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। আর আল্লাহ তাআলাও নবি-রাসুলদের তাঁর এই বাণীর ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা নিয়ে গর্ববোধ করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

'বলে দিন, "এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দিই আমি এবং আমার অনুসারীরা।" [৪]

নেকি অর্জন, মিজানের পাল্লাকে ভারী করা ও আমলনামা পবিত্র করার জন্য দাওয়াহ ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বান) অত্যন্ত উত্তম ও চমৎকার পন্থা। মৃত্যুর পরেও এর প্রতিদান লিপিবদ্ধ হতে থাকে। নবি কারিম (স:) এই মহামূল্যবান আমলের পক্ষে প্রতিদান ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ

করেছেন :

لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

'তোমার দ্বারা কেবল একজন লোক হিদায়াত পাওয়া তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।' [৭]

যুবক ভাইয়দের উচিত যৌবনের ভরা মৌসুমে দাওয়াতের ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার প্রতি আগ্রহী হওয়া। তা হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা-ভাষণ অথবা দরসের মাধ্যমে বা ছোট ছোট কিতাবাদি ও রিসালাহ প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে। অথবা ইমেইল, ইউটিউব- সহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে। অথবা পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও কাছের মানুষদের সাথে দ্বীনি আলোচনার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি অন্যের কল্যাণে নিজের সময় ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা তার সময়ের মধ্যে বরকত দান করেন। ফলে অন্যরা যেই কাজ করতে কয়েক মাস বা বছর লেগে যায়, তার সে কাজ সম্পাদন করতে মাত্র কয়েকদিন বা সপ্তাহ ব্যয় হয়। সুবহানাল্লাহ।

---

[৪] সুরা ইউসুফ : ১০৮

[৭] সহিহুল বুখারি : ২৯৪২

১০. মসজিদে ইলমি মজলিশে উপস্থিত থাকা: মসজিদের কোনো একটি ইলমি দরসে উপস্থিত হলে একটি পরিপূর্ণ হজের সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ

'যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণকর বিষয় শেখার জন্য অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে, তাহলে তার জন্য এমন একজন হাজির হজের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করা হবে, যে তার হজকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছে।' [10]

৪.২ । দ্বিতীয় বাহু : দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন

যুবকদের অবশ্যই কিছু বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেগুলো তাদের খুবই প্রয়োজন। যদি যোগ্যতাগুলো অর্জন করা যায়, তাহলে তাদের জন্য কর্ম ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হবে। এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি বিনিয়োগ। যদি তা অন্বেষণে মুসলিম যুবকরা ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকে, তবেই কেবল তা অর্জন করতে পারবে। এমন কিছু যোগ্যতা হলো :

- যোগাযোগ বিদ্যা।
- ব্যক্তিগত রীতিনীতি-সম্পর্কিত বিদ্যা।
- সময় পরিচালনার জ্ঞান।
- পারস্পরিক আলোচনা করার যোগতা।
- দ্রুত পড়ার যোগ্যতা।
- প্রতিবেদন ও মৌলিক জীবনী লেখার যোগ্যতা।
- উপস্থাপন দক্ষতা।
- বিভিন্ন বিদেশী ভাষা সমানভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা।

[10] তাবারানি কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭৪৭৩

বর্তমানে কর্মের বাজারে এই যোগ্যতাগুলো আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেন, ''রাসুল আমাকে ইহুদিদের কিতাবের ভাষা শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহর কসম, তখনো কোনো ইহুদি আমাদের কিতাবের প্রতি ইমান আনেনি। অতঃপর অর্ধমাস অতিবাহিত হতে না হতেই আমি তা শিখে ফেললাম। তারপর রাসুল কোনো ইহুদির কাছে পত্র লেখার ইচ্ছা করতেন, আমি লিখে দিতাম। তারা কোনো পত্র দিলে আমি তা পড়ে দিতাম।''

আফসোস! কেন আমরা সময়গুলোকে সেসব মুবারক আমল দ্বারা ব্যস্ত রাখি না, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের কাছে সম্মান বেড়ে যায়? এতে তো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সম্মান নিহিত রয়েছে। বর্তমানে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্টসহ অনেক ধরনের মুসলিম পেশাজীবী লোকদের প্রয়োজন অনুভব করি। প্রত্যেক সেক্টরে এমন কিছু দায়ি প্রয়োজন, যারা উত্তম চরিত্র ও যথার্থ ইলমের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মুসলিমরা সময়কে পরিপূর্ণ কাজে না লাগাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ এই সেক্টরগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না।

৪.৩ । তৃতীয় বাহু : সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা

■ এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের কর্তব্য

রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন :

حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العاطيس

'এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে। ১. সালামের উত্তর দেওয়া। ২. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা। ৩. জানাজায় অংশগ্রহণ করা। ৪. দাওয়াতে সাড়া দেওয়া। ৫. হাঁচির উত্তর দেওয়া।' [11]

ইবনুল আরাবি (র:) বলেন, "এই হকগুলোর প্রতি তোমাকে যত্নবান হতে হবে এবং ইসলামের সাম্যের শিক্ষা সবার মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হলো সকল মুসলিম সমান। তাই এমন কথা বলো না যে, এ তো বাদশাহ; সে অনেক সম্মান-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধিকারী। আর এ তো ফকির, দরিদ্র। এ ধরনের কথা বলো না। নিম্ন শ্রেণির কাউকে হেয়জ্ঞান করো না। ইসলামকে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির মতো মনে করো। আর সকল মুসলমানকে সেই ব্যক্তির অঙ্গ মনে করো। কেননা, মুসলিম ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে না, যেমনিভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া কোনো মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।"

■ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন :

حُسْنُ الْجَوَارِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَعْمُرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الْأَعْمَارِ

'প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সুন্দর আচরণ করার দ্বারা ঘর আবাদ হয় এবং বয়স বৃদ্ধি পায়।' [12]

এই হাদিসের সাথে সময়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, এতে বয়স বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। আর হাদিসের এই কথাটির দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রথমত, এখানে 'বয়সের বৃদ্ধি' দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। যেমন : জীবনে বরকত হলে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ বেশি বেশি করা যায় এবং এমন সব আমল সম্পাদন করা যায়, যা পরকালে কাজে আসবে।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবিকভাবে বয়স বেড়ে যাবে। যেমন বলা হলো যে, ওমুক ব্যক্তি যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তাহলে তার মোট আয়ু হবে ১০০ বছর । আর যদি তা রক্ষা করতে না পারে,

---

[11] সহিহুল বুখারি : ১২৪০

[12] ইবনে আবিদ দুনইয়া কৃত মাকারিমুল আখলাক : ৩২৯

তাহলে তার মোট আয়ু হবে ৬০ বছর। আর আল্লাহ তাআলা তো ভালোই জানেন যে, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে, না ছিন্ন করবে।

রাসুল (স:)-এর প্রায় উপদেশে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি দাসী ছিল। তাকে আমি আজাদ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর নবি কারিম (স:) আমার কাছে আসলেন এবং বললেন :

آجَرَكِ اللهُ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুরস্কার দান করুন। যদি এটি তোমার মামাদের দান করতে, তাহলে তোমার প্রতিদান আরও বেড়ে যেত। [13]

এই হাদিস থেকে আতা বিন আবি রাবাহ (র:) একটি শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, 'দারিদ্র্য দূর করার জন্য এক হাজার দিরহাম খরচ করার চেয়েও আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয়ের জন্য এক দিরহাম খরচ করা অধিক প্রিয়।' এরপর এক ব্যক্তি তাকে বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ, আমার আত্মীয়রা যদি আমার মতোই ধনী হয়ে থাকে, তাহলে কী করব?' তিনি বললেন, 'তারা ধনী হলেও তাদেরকেই দাও।"

অপর দিকে যারা নিজেদের উত্তম জিনিসগুলো আত্মীয়দের মাঝে ব্যয় করে না, তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি করে রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ، فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তির কাছে তার চাচাতো ভাই কোনো অনুগ্রহ তালাশে আসার পর সে তাকে নিষেধ করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন। [14]

রাসুল (স:) অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي ذَا رَحِمِهِ، يَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
جَهَنَّمَ حَيَّةٌ يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ، فَيُطَوَّقُ بِهِ

---

[13] সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯০

[14] তাবারানি : কৃত আল-মুজামুস সগির : ৯৩। আলবানি এটিকে হাসান লি-গাইরিহি বলেছেন।

“কোনো নিকটাত্মীয় যদি তার অপর নিকটাত্মীয়ের কাছে গিয়ে এমন কোনো অনুগ্রহ কামনা করে, যা আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেছেন, অতঃপর সে তা দিতে কার্পণ্য করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে একটি সাপ বের করে আনবেন। যাকে شُجاعٌ বলা হয়। সে তার ঠোঁট চাটতে থাকবে। অতঃপর তাকে প্যাঁচিয়ে ধরবে।“ (হাদিসটি হাসান সহিহ।)

■ এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ

রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন, 'তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হোক এবং প্রয়োজন পূরণ হোক? (যদি চাও) তাহলে এতিমের প্রতি দয়া করো, তার মাথা মুছে দাও, তুমি যা খাও তাকে তা খাওয়াও—তবেই তোমার অন্তর নরম হবে এবং প্রয়োজন পূরণ হবে।

শুধু তাই নয়, রাসুলে কারিম (স:) এই সুসংবাদও দিয়েছেন যে, এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী ও তিনি জান্নাতে পাশাপাশি অট্টালিকায় থাকবেন। তা হবে খুব কাছাকাছি । স্বয়ং রাসুল -এর পাশের আসনে থাকবে সে। তিনি ইরশাদ করেছেন :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا

‘‘আমি ও এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইশারা করেছেন। আর উভয় আঙুলের মাঝে সামান্য ফাঁকা রেখেছেন।‘’ [15]

■ দুর্বলদের সহায়তা করা

আবু বকর সিদ্দিক (রা:) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে পাড়ার লোকদেরকে তাদের বকরির দুধ দোহন করে দিতেন। অতঃপর যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তাদের মধ্য হতে এক দাসী বলে উঠল, “এখন আর তিনি দুধ দোহন করবেন না।' আবু বকর (রা:) শুনে বললেন, ‘বরং আমি আশা করি যে, আমি এতদিন যে কাজ করতাম, তা থেকে যেন আমার পরিবর্তন না হয়।'

[15] মুসনাদু আহমাদ : ২২৮২০

উমর (রা:) বিধবা নারীদের দেখাশুনা করতেন। রাতের বেলায় তাদের পানি পান করাতেন। একদা তালহা (রা:) উমর (রা:)-কে এই অবস্থায় এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে ফেলেন। ফলে তিনি দিনের বেলায় এসে সেই বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা বসে আছেন । তখন তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এই ব্যক্তি এখানে এসে কী করে?' বৃদ্ধা বললেন, "সে তো অমুক দিন থেকেই আমার দেখাশুনা করে, আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসে, আমার কষ্টগুলো দূর করে।' উমর (রা:) বিষয়টি জানার পর বললেন, "হে তালহা, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। তুমি উমরের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান করছ?!'

৪.৪ । চতুর্থ বাহু : বিনোদন মানেই সময় নষ্ট নয়

অনেকেই বিনোদনের গুরুত্ব বোঝে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বিনোদন মানে জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে নষ্ট করা। অথচ বিনোদন মানবজীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু তাই নয়, যদি নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং শরিয়াহর মাপকাঠি অনুযায়ী হয়, তাহলে এটি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসলামি শরিয়ায় বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের আলোকে এর বৈধতা পাওয়া যায়। বরং শরিয়াহ এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। যুবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শারীরিক ব্যায়াম। রাসুল (স:) ইরশাদ করেছেন:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفَّ، أَوْ حَافِرٍ

"নিক্ষেপণ, দৌড় খেলা এবং ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।" [16]

এখানে نَصْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তির নিক্ষেপের মাধ্যমে বিনোদন করা। خُفَّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দৌড় খেলা। حَافِر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঘোড়দৌড় খেলা। সাহাবায়ে কিরামের সময়ের চারটি বিনোদন বা খেলার নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো।

[16] সুনানুন নাসায়ি : ৩৫৮৬

■ الرَّمْي বা নিক্ষেপ করা

যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত ঠিক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত ও ব্যায়াম এই দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একদা নবি কারিম (স:) এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিল। অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তির নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছিল। রাসুল (স:) এই অবস্থা দেখে তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন:

ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان

'হে বনি ইসমাইল, তোমরা নিক্ষেপ করো । কেননা, তোমাদের পূর্বপুরুষও (ইসমাইল আ.) নিক্ষেপ করতেন। তোমরা নিক্ষেপ করো। আমিও অমুকের সন্তানদের সাথে আছি।'

এ সময় তাদের এক দল নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখল। অর্থাৎ তির নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকল এবং তা থেকে বারণ করল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন: "কী হলো তোমাদের?! নিক্ষেপ করছ না কেন? তারা বলল, 'কীভাবে আমরা নিক্ষেপ করি! অথচ আপনি তাদের মাঝে আছেন।' এ কথা শুনে রাসুল (স:) বললেন :

ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

"নিক্ষেপ করো । আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।" [17]

এই হাদিসের মধ্যে প্রশিক্ষণকে উন্নত চরিত্রের অংশ বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়। সাহাবায়ে কিরাম যখন নিক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছেন, তখন রাসুল (স:)-এর সাথে কতই না উত্তম ও সুন্দর ভদ্রতা বজায় রেখেছেন। কেননা, রাসুল (স:) তখন বিপরীত দলে ছিলেন। তাই তাঁরা রাসুল (স:)-এর ওপর জয়ী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন যে, ফলে তিনি পরাজিতদের দলে চলে যাবেন ।

■ العدْوُ বা দৌড় প্রতিযোগিতা

নবি কারিম (স:) আয়িশা সিদ্দিকা (রা:)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি আয়িশা (রা:)-কে পেছনে রেখে আগে চলে যেতেন। আবার মাঝে মাঝে

[17] সহিহুল বুখারি : ২৮৯৯

আয়িশা (রা:) রাসুল (স:)-কে পেছনে রেখে সামনে চলে যেতেন। ফলে রাসুল (স:) তাকে বললেন, ‘এটা হলো (পূর্বেরটার) বদলা।‘ এখান থেকেই আনসাররা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য রাসুল (স:)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন। রাসুল (স:) ও তাঁদের অনুমতি দিতেন । যেমনটি আমরা কোনো এক গাজওয়া থেকে ফেরার সময় সালামা বিন আকওয়া (রা:)-এর হাদিসে দেখতে পাই ।

তিনি বলেন, ...একজন আনসার ছিলেন। কেউ দৌড় প্রতিযোগিতায় তার আগে যেতে পারত না। একদা সেই আনসারি লোকটি বারবার বলছিল যে, ‘আমার সাথে প্রতিযোগিতা করে মদিনায় যাওয়ার মতো কেউ নেই? আছে কি কোনো প্রতিযোগিতাকারী?' সে এ কথার পুনরাবৃত্তি করেই যাচ্ছিল । সালামা বিন আকওয়া (রা:) বলেন, 'যখন আমি তার এই ঘোষণা শুনলাম, তখন তাকে বললাম, “তুমি কি কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে ভয় করো না? কোনো ভদ্র ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করো না?” সে বলল, “না। রাসুল (স:) ব্যতীত অন্য কারও সাথে প্রতিযোগিতা করতে আমার কোনো ভয় নেই।” তার এ কথা শুনে আমি রাসুল (স:)-এর কাছে আরজ করে বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল (স:), আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমাকে অনুমতি দিন আমি ওই ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করব।” রাসুল (স:) বললেন, “যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে করতে পারো।” তিনি বলেন, ‘’রাসুলের অনুমতি পেয়ে আমি বললাম, “আমি তোমার কাছে যাব।” অতঃপর আমি পা দ্বারা দাগ টানলাম এবং লাফ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। অবশেষে আমি তার আগে মদিনায় গিয়ে পৌঁছলাম।'

- **الْمُصَارَعَةُ (কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ)**

রাসুল (স:) এক মুশরিকের সাথে তিনবার কুস্তি লড়াই করেছিলেন। প্রতিবার একশ বকরির চুক্তি করা হয়েছিল। অতঃপর রাসুল (স:) তাকে পরাজিত করে দিয়েছেন। তৃতীয়বারে সে রাসুল (স:)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, হে মুহাম্মাদ, তোমার পূর্বে কেউ আমার পিঠকে জমিন স্পর্শ করাতে পারেনি।' অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করেছে এবং রাসুল (স:)-ও তার বকরিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়। রাসুল (স:)

তো বদর যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহের সময় সামুরা বিন জুনদুব ও রাফি' বিন খাদিজ নামক দুই বালকের মাঝে কোনোরূপ চুক্তি ছাড়া কুস্তি লাগিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সামুরা রাফি'কে পরাজিত করায় রাসুল (স:) যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। অথচ প্রথমবার সে যুদ্ধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে ছোট হওয়ায় তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

■ ঘোড়া বা উট প্রতিযোগিতা

রাসুল (স:) তাঁর সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন উষ্ট্রীর সাথে অন্যান্য উষ্ট্রীর দৌড় প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দিতেন। সেই উষ্ট্রীকে অন্য কোনো উষ্ট্রী কখনো পরাজিত করতে পারত না। কিন্তু একদিন অন্য একটি উষ্ট্রী তাকে পরাজিত করে ফেলে। তাই সাহাবিরা বলতে লাগলেন যে, 'দ্রুতগামী উষ্ট্রী পরাজিত হয়েছে।' সহিহ হাদিসে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (স:) পা ঢাকা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সানিইয়্যাতুল বিদায় গিয়েছেন। যার দূরত্ব হলো ছয় থেকে সাত মাইল। অতঃপর নগ্ন পা বিশিষ্ট ঘোড়ায় আরোহণ করে সানিইয়্যাতুল বিদা' থেকে মসজিদে বনি জুরাইকে গিয়েছেন। যার দূরত্ব হলো প্রায় এক মাইলের সমান। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় রাসুল (স:) বিজয়ীকে পুরস্কৃত করতেন।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত সহিহ হাদিসে উল্লেখ আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবি কারিম (স:) ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা করলেন। অতঃপর বিজয়ীকে পুরস্কৃত করেছেন। এখান থেকেই উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা:) শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য মদিনায় ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা চালু রেখেছেন। এক প্রতিযোগিতায় আবু বকর (রা:)-এর নাতি মুহাম্মাদ বিন আবু তালহার ঘোড়ার মাঝে ও জনৈক বেদুইনের ঘোড়ার মাঝে কঠিন প্রতিযোগিতা চলছিল। ঘটনাক্রমে বেদুইন ব্যক্তির ঘোড়া মুহাম্মাদ বিন তালহার ঘোড়ার সামনে চলে গেল। এই অবস্থা দেখে বেদুইন ব্যক্তি সুউচ্চ স্বরে বলতে থাকল :

“ওহে, সর্বোচ্চ মর্যাদা আজ কার হয়ে গেল! হ্যাঁ, আমরাই এর জন্য প্রতিযোগিতা করেছি এবং আমরাই এর একমাত্র হকদার। যদি পাখিও আসে আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে, তাহলে আমরা তার সাথেও জয়ী হব।”

সে এ কথা বলতে না বলতেই মুহাম্মাদ বিন তালহার ঘোড়া তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সামনে চলে গেল এবং তিনিই বিজয়ী হলেন। অতঃপর উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা:) বেদুইন লোকটিকে বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, কল্যাণে অগ্রগামী ব্যক্তির নাতি তোমার ওপর জয়ী হয়েছে।’

এ কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়িদের সময় শরীরচর্চার চিত্র কেমন ছিল। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! বর্তমানে যুবকরা বিভিন্ন ক্রীড়া চ্যানেল ফলো করে, খেলাধুলা-সম্পর্কিত পত্রিকাসহ অনেক ধরনের ক্রীড়াবিষয়ক খবরাখবর পড়ে। কিন্তু তারা নিজেরা কখনো কোনো ধরনের ব্যায়াম করে না। শুধু ফলো করেই সময় কাটায়।

ইবনে মুজাহিদ ছিলেন বাগদাদের প্রধান কারি। একদা তিনি তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথির সাথে বাগদাদের এক বাগানে হাঁটতে বের হয়েছেন। তখন তার সঙ্গীরা বাগানে এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করছিল আর মজা করছিল। এ সময় একজন তার দিকে আড় চোখে তাকালে তিনি বলেন, বাগানে التعاقل করা মসজিদে খেলার মতো।

৫। সময়ের স্বদ্ব্যবহারের উপায়

সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেদিকে দৃষ্টি দেয়া বিশেষ প্রয়োজন তা হল, ইলমী কাজগুলোকে গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় উপযোগী সময়ে আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করা ।

কিছু ইলমী কাজ রয়েছে যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে সেগুলো আদায় করা যায়। সেগুলোর জন্য খুব বেশী মনোযোগ ও সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। যেমন, কোন কিছুর অনুলিপিকরণ কিংবা সাধারণ মুতালা'আ ও অধ্যয়ন। এসব কাজে সজাগ মস্তিষ্ক, পূর্ণ সতর্কতা কিংবা সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা-ভাবনার দরকার হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু কাজ এমন রয়েছে, যেগুলো এমন সময় ছাড়া পূর্ণর আঞ্জাম দেয়া যায় না, যখন মস্তিষ্ক সজাগ ও সক্রিয় থাকে, মেধা ও ম প্রফুল্ল থাকে; যখন মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয় আর আসমান থেকে বরকত নাযিল হয়। যেমন, খুব ভোরে, রাতের শেষ প্রহরে, কিংবা সকালে ও রাতে যখন সময়ের নীরবতা ও স্থানের নির্জনতা একাকার হয়ে যায়। কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য, কঠিন ও জটিল বিষয় বোঝার জন্য, সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল ও বিকৃতির সংশোধনের জন্য এসকল সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব— খলীল ইবন আহমদ ফারাহীদী রহ. বলেন, মানুষের মস্তিষ্ক সবচে' বেশী স্বচ্ছ থাকে ভোরে।

أساس البلاغة গ্রন্থে যামাখশারী রহ. লিখেন- "বিজ্ঞদের কেউ কেউ বলেন, প্রভাতের আভা যখন দেখা দেবে তখন তুমি আমার দরজায় কড়া নেড়ো, তাহলে তুমি যে কোন বিষয়ে আমার সঠিক মত জানতে পারবে।

আবদুল ফাত্তাহ রহ. বলেন, খলীল ও যামাখশারী রহ. 'ভোর' বলে বুঝিয়েছেন শেষ রাত, তথা ফজর বা তার পূর্ব সময়। যা হল মস্তিষ্কের সজীবতা ও শারীরিক স্বস্তির সর্বাধিক উপযুক্ত মুহূর্ত ।

পক্ষান্তরে বর্তমান কালের অবস্থা তো সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘুম ও শৈথিল্যের কারণে অধিকাংশ মানুষের কাছেই এটি অনেক ভারী সময়। হায়, শুধু অলসতার কারণে তাদের

থেকে স্বস্তি ও স্বচ্ছতার বরকতময় মুহূর্তগুলো এবং প্রভাত সমীরণ ও পুণ্যাত্মাদের উপহারগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায় । সুসাহিত্যিক ইমাম আবু আলী আল-হাছান ইবন রাশীক কায়রাওয়ানী রহ. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده গ্রন্থের باب عمل الشعر وشحذ القريحة له অধ্যায়ে এমন কিছু লিখেন— যা জটিল বিষয়ের সমাধানে এবং রুদ্ধ বিষয়ের উন্মোচনে তালেবে ইলমের জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে। তিনি লিখেন- "বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া চিন্তা-ভাবনাকে স্থবির করে দেয়। তবে জাগ্রত সময়টুকুর মাঝে প্রভাতকালের মত দিনের অন্যান্য অংশে চিন্তা-ভাবনা এতটা উন্মীলিত হয় না এবং হৃদয়ের বন্ধ দ্বার উন্মোচিত হয় না। কেননা তখন হৃদয়-মন সব একীভূত হয়ে থাকে; খেল-তামাশা, জীবিকার্জন বা অন্যান্য ক্লান্তিকর কাজের কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে না । বরং দীর্ঘ বিশ্রামের পর যেন তা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রভাতের বাতাস অতি কোমল ও মৃদুময় হয়ে থাকে এবং আবহাওয়াও হয়ে থাকে রাত-দিনের মাঝামাঝি 'নাতিশীতোষ্ণ' পর্যায়ের।

তবে সন্ধ্যাকাল কিন্তু প্রভাতের মত নয়। যদিও তা দিনের দু'প্রান্তের (অর্থাৎ- দিবস ও রজনীর) মিলনক্ষণ; তবুও তা প্রভাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তাতে আলোর উপর অন্ধকার প্রাধান্য পায় আর প্রভাতে আঁধারের উপর আলোর বিস্তার ঘটে।

তাছাড়া সন্ধ্যায় দেহ-মন থাকে বিভিন্ন কাজের কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রতি আকৃষ্ট।

তাই আমরা বলতে পারি, যদি কেউ কোনো কবিতা বা গ্রন্থ রচনা কিংবা সংকলন কর্ম আঞ্জাম দিতে চায় অথবা কোনো সূক্ষ্ম কঠিন ও জটিল বিষয় অধ্যয়ন করতে চায় তার জন্য ভোর-ই হল সর্বোত্তম সময়। পক্ষান্তরে যে কোনো কিছু মুখস্থ করতে চায় বা গভীর অধ্যয়ন করতে চায় রাত হল তার জন্য উপযোগী সময়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَ أَقْوَمُ قِيلًاك

অর্থ : নিশ্চয়ই ইবাদতের জন্য রাত্রিতে জাগ্রত হওয়া প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। -সূরা মুযযাম্মিল : ৬

সুতরাং জটিল ও কঠিন বিষয়গুলোর সমাধানে, দুর্বোধ্য মাসআলার উদ্ঘাটনে, অস্পষ্ট ইবারাতের মর্মোদ্ধারে এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর সম্পাদনায় আমাদেরকে এই স্বচ্ছ, নির্মল ও বরকতপূর্ণ সময়ের মূল্যায়ন করা উচিত।

৫.১ । শীতের রাতের দীর্ঘতার প্রশংসা

শীতের রাত্রিগুলোকে যথাসাধ্য মূল্যায়ন করা উচিত। কেননা তা দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয়ে থাকে। তাই আবেদ ও আলেমগণের নিকট এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। বলা যায়, তা তাদের কাছে অমূল্য রত্নতুল্য।

আবেদগণ কুরআন তেলাওয়াত, নামায ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা কাজে লাগান, আর আলেমগণ জ্ঞানার্জন, রচনা ও মুযাকারার মাধ্যমে তা অতিবাহিত করেন।

معجم الأدباء গ্রন্থে ভাষাবিদ আল্লামা আবু হিলাল আসকারী হাসান ইবন আবদুল্লাহ রহ. (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরীর পর) এর একটি কবিতার কিছু পক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তিনি অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং শীতের রাত্রির দীর্ঘতার প্রশংসা করেছেন।

وليالٍ أطلن مدة درسى مثلما قد مدَدْنَ في عمر لهوى مر لى بعضُها بفقه ، وبعض بين شعرٍ أخذتُ فيه ونحوِ

অর্থ : কতক রজনী দীর্ঘ করেছে আমার অধ্যয়ন, যেমনি বিস্তৃত করেছে জীবনের বিনোদন। যার কতক কেটেছে আমার ফিকহের ‘আলিঙ্গনে‘ আর কতক ব্যাকরণ চর্চা ও কবিতার চরণে ।

হাফেয খতীব বাগদাদী র. তাঁর الفقيه والمتفقّه নামক গ্রন্থে হেফয (মুখস্থ) করার সর্বোত্তম সময় ও তার জন্য উপযোগী স্থানের ব্যাপারে আলোচনা করতঃ উল্লেখ করেন, “জেনে রাখ! কোন কিছু মুখস্থ ও আয়ত্ত করার কতক নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যারা কোন কিছু হিফয বা মুখস্থ করতে চায় এবং অল্প সময়ে বেশী কিছু আয়ত্ত করতে

চায়, তাদের উচিৎ উল্লিখিত সময়গুলোকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা এবং সে স্থানগুলোতে সর্বদা অবস্থানের চেষ্টা করা ।

হেফযের উপযুক্ত সময়গুলো হল, রাতের শেষ প্রহর বা সাহরীর সময়। অতঃপর দিনের প্রথম ভাগ, তারপর দিনের অন্যান্য সময়। তবে দিনের চেয়ে রাত এবং পরিতৃপ্তির মুহূর্ত থেকে ক্ষুধার মুহূর্ত হিফযের জন্য অধিক উপযোগী। তাই হেফযকারী বা হেফয প্রত্যাশীর জন্য ক্ষুধার সময়গুলোর খোঁজে থাকা এবং সে অবস্থাকে নিজের মাঝে ধরে রাখায় সচেষ্ট থাকা উচিৎ। তবে তা হতে হবে অবশ্যই বিবেক চালিত; আবেগ তাড়িত নয়। এ কথাটুকু বলার কারণ হল, কোন কোন মানুষ যখন তীব্র ক্ষুধাক্রান্ত হয় এবং তার পাকস্থলী শূন্য হয়ে পড়ে তখন সে পড়ার শক্তি ও মুখস্থ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। তখন না হয় কোনকিছু তার মুখস্থ, আর না পড়ায় বসে তার মন। সে সময় সামান্য কিছু খেয়ে শুধু ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কিছুটা ক্ষিধা যেন বাকী থাকে। কিন্তু যদি ক্ষুধার জ্বালায় পেট পুরে খায় তবে তো তার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত, প্রত্যাশিত সময় দীর্ঘক্ষণের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আর সবচে' উপযোগী স্থান হল, নিরিবিলি ও নির্জন স্থান। যেমন- বাড়ীর উপরের তলার একক কোন কামরা বা কুঠুরী, লোকালয় থেকে দূরবর্তী কোন নির্জন স্থান, যেখানে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর মত কিছু নেই; যেখানে হৃদয় সবরকম অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত হবে। তাই বৃক্ষপূর্ণ সবুজ স্থানে বা নদীর পাড়ে কিংবা পথের ধারে কোন কিছু মুখস্থ করার জন্য বসা অনুচিত। কারণ এসব স্থানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব ও নির্ঝঞ্ঝাট হয় না।

তবে এক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিক আবু নছর আল ফারাবী র. এর ছিল ভিন্ন পথ ও ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন দর্শন। وفيات الأعيان গ্রন্থে ইবন খাল্লিকান এই মহান দার্শনিকের জীবনী আলোচনা করে বলেন যে, "তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত মানুষ। জনতার মাঝেও তিনি নির্জনতা খুঁজে পেতেন । নিজে সাধারণত কারও সাথে তেমন একটা মিশতেন না, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আলাপচারিতায় লিপ্ত হতেন না। তাছাড়াও রচনা ও সংকলনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তাঁর নির্জন স্থানের প্রয়োজন হতো না। দীর্ঘকাল

দামেস্কে অবস্থানের সময় প্রবহমান ঝরনার পাশে বা কোন বাগানে বসে কিতাব রচনা করতেন, অথচ মানুষ একের পর এক সেখানে যাওয়া-আসা করত এবং ছাত্ররাও পালাক্রমে তাঁর কাছে পড়তে যেত।

আর ফারাবী তা এ জন্য করতেন যে, অন্য রঙ এর তুলনায় সবুজ রং এর মাঝে হৃদয় অধিক উন্মোচিত হয়। তাছাড়া পূর্ববর্তীদের ধারণানুযায়ী সবুজ রং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে।

ইবন মানযুরের مختصر تاريخ دمشق কিতাবে "সুনানে নাসায়ীর"লেখক ইমাম নাসায়ী রহ. এর জীবনীতে এসেছে যে, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মূসা রহ. বলেন, আবু আবদুর রহমান নাসায়ী রহ. সবুজ এর কাছাকাছি নকশীকৃত/ ডোরাকাটা কাপড়কে প্রাধান্য দিতেন, আর বলতেন, তা হলো সবুজ গাছপালার প্রতি দৃষ্টিপাতেরই স্থলাভিষিক্ত। তাঁর এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো, এতেও দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে থাকে।

আর ইমাম ইবন জামাআ তাঁর تذكرة السامع والمتكلم নামক কিতাবে শিক্ষার্থীদের আদবের আলোচনা করতঃ লিখেন, পঞ্চম নাম্বার হলো, ছাত্রের জন্য উচিৎ, বাকী জীবনটা গণিমত হিসাবে গ্রহণ করা এবং রাত দিনের সময়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝে বণ্টন করে নেয়া। কারণ মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার বিবেচনায় তার বাকী জীবনটা এক অমূল্য সম্পদ। কোনো বস্তু দ্বারা এর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয় ।

আর হিফযের জন্য উৎকৃষ্ট সময় হলো সেহরীর সময়, গবেষণার জন্য ভোরবেলা তথা দিনের শুরুভাগ, লেখালেখির জন্য দিনের মধ্যভাগ আর মুতালাআ ও মুযাকারার জন্য রাত্রিবেলা।

৫.২ । অলসতা ও বিরক্তি দূর করার পদ্ধতি

লেখক আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ তাঁর "সময়ের মূল্য বুঝেন যারা" গ্রন্থে বলেন, "যখন তোমার তন্দ্রা ও ঝিমুনি আসবে এবং অবসাদ তোমাকে হাতছানি দিতে থাকবে তখন তুমি ঘুমের প্রস্তুতির মাধ্যমে তাকে 'স্বাগত' জানিও না, অথবা ঘুমিয়ে পড়ো না। বরং যে কাজে ঘুম এসেছে তা বাদ দিয়ে অন্য কাজ করো, আর সামান্য পায়চারী করো তাহলে দেখবে, অবসন্নতা কেটে যাবে, তুমি উদ্যমী হয়ে উঠবে এবং যে ঘুমের ভাব তোমাকে পেয়ে বসেছিল তা দূর হয়ে যাবে।"

এ ধরনের কাজের মাধ্যমে ঝিমুনি ও অলসতা দূর হয়ে থাকে এবং অল্পক্ষণের মাঝেই মন-মস্তিষ্ক নতুনভাবে উদ্যমী হয়ে উঠে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রফুল্ল মস্তিষ্কে ইলম অর্জন করার স্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠে। এই ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করার এবং তন্দ্রা ও অলসতার প্রতিবিধান করার বিভিন্ন উপায় হতে পারে। যেমন, লোবান বা চুইংগাম জাতীয় কিছু চিবানো। ছাদের নীচ ছেড়ে খোলা ময়দানে, উন্মুক্ত পরিবেশে বের হওয়া, বিভিন্ন কামরায় সামান্য পায়চারী করা, ঠাণ্ডা বা গরম পানিতে গোসল করা কিংবা হাত-মুখ ধুয়ে নেয়া, সামান্য কিছু পানাহার করা বা বন্ধু ও সহপাঠীর সাথে অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলা, উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত বা কবিতা আবৃত্তি করা ইত্যাদি। আবার কখনো বসার অবস্থা বা অবস্থান পরিবর্তন করা, একটু ওঠাবসা বা উঁচুতে আরোহণ করা কিংবা পঠিত কিতাব বা বিষয় পরিবর্তন করা ইত্যাদি মাধ্যমেও উপকার পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটি দেহেরই সংশোধন এবং দেহের প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি শূন্যতারই পরিবর্তক ও পরিপূরক রয়েছে। জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী, মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই সেগুলো জানেন। সুতরাং ইলম তলবের এই মূল্যবান সময়ে তন্দ্রা ও ঘুম দূর করাটা একজন তালিবুল ইলমের জন্য কাঙ্ক্ষিত ও অপরিহার্য বিষয়।

কবি আবুল আতাহিয়া রহ. বলেন :

لَنْ يُصلح النفس إذ كانت مديرة إلا التنقل من حال إلى حال

অর্থ : মন যখন পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে তখন নিজের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া তার সংশোধন কিছুতেই সম্ভব হয় না।

আল্লামা হাফেজুদ্দীন কারদারী রহ. مناقب الإمام أبی حنيفة গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান 'আশ শায়বানী' রহ. এর জীবনীতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর শাগরেদ মুহাম্মাদ ইবন সামাআ বলেন, মুহাম্মাদ ইবন হাসান রাত্রিকে তিনভাগে বিভক্ত করতেন। একভাগে ঘুমাতেন, একভাগে নামায পড়তেন, আর একভাগে পড়ালেখা করতেন ।

আর তিনি ইলম অর্জনে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, কাপড় ময়লা হয়ে যেত কিন্তু তা পরিবর্তনের সময়টুকু তাঁর হতো না। এমন কি অন্য একটি কাপড় এনে না দিলে তিনি তা পরিবর্তন করতেন না।

আর তিনি জামা খুলে বসতেন এবং তাঁর পাশে অনেক পুস্তিকা থাকতো, একটি নিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রেখে দিতেন, তারপর আরেকটি নিতেন।

আর (ঘুম তাড়াতে) তাঁর সামনে থাকতো পানির পাত্র। তিনি অতি সামান্য ঘুমাতেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি ঘুমান না কেন? তিনি বললেন, কীভাবে আমরা ঘুমাতে পারি? আমাদের উপর ভরসা করে যে, মুসলমানরা ঘুমিয়ে আছে! আর তারা তো বলে থাকে, যখনই আমাদের সামনে কোনো সমস্যা আসে তখন আমরা তা তাঁর সামনে পেশ করি। আর তিনি এর সমাধান করে দেন। তবে বলো তো দেখি, আমিই যদি ঘুমিয়ে যাই তাহলে তা কি দ্বীনের ক্ষতির কারণ হবে না?

তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জামা খুলে ফেলেন কেন? তিনি বলেন, ঘুমের সৃষ্টি উষ্ণতা থেকে। আর উষ্ণতা আসে কাপড় থেকে । তাই যখন আমার ঘুম পায় তখন কাপড় খুলে নেই এবং শরীরে পানি ছিটিয়ে দেই ।

আর অধিক পুস্তিকা নিয়ে বসার কারণ বর্ণনা করতঃ তিনি বলেন, ইলম গুরুভার, এক প্রকার ইলম অধ্যয়ন করতে করতে ভারী মনে হলে নবউদ্যমের আশায় প্রকার পরিবর্তন করে নিই ।

ইমাম ফাকীহ আল্লামা কাযী আহমাদ ইবন উমরুল মুযাজ্জাদ ইয়ামানী আযযুবাইদী রহ. এর যখন পড়ালেখা ও অধ্যয়ন করতে করতে বিরক্তি এসে যেত তখন "মাকামাতে হারীরী" আনতে বলতেন এবং (কিছুটা বিনোদনের উদ্দেশ্যে) তা মুতালাআ করতে থাকতেন। এমনকি তিনি এ কিতাবটিকে 'মিঠাই-পাত্র' বলে অবহিত করতেন।

৫.৩ । উচ্চমর্যাদা অন্বেষীর গুণাগুণ

সময় সংরক্ষণে, তার সদ্ব্যবহারে এবং তা থেকে যথাযথ উপকার লাভের দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীগণ আদর্শ তালিবে ইলমের- যে নিজেকে ইলম অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায় এবং তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়- কিছু অবস্থা ও কতক গুণাগুণ উল্লেখ করত বলেন :

إنه ينبغى أن يكون سريع الكتابة، سريع القراءة، سريع المشي

প্রকৃত তালিবে ইলম লেখায়,

পড়ায় ও চলায় দ্রুত গতি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ।

হাফেয ইবন রজব হাম্বলী রহ. রচিত নামক গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল হারাভী (মৃত্যু : ৪৮১ হি.) রহ. এর জীবনীতে এসেছে, হাফেয মুহাম্মদ ইবন তাহের মাকদিসী বলেন, আমি আবু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, মুহাদ্দিসকে অবশ্যই দ্রুত হাঁটা, দ্রুত লেখা ও পাঠে অভ্যস্ত হতে হবে।

দ্রুত চলার উপকারিতা হল, সে অল্প সময়ে বিভিন্ন শায়েখের কাছে যেতে পারবে এবং তাঁদের দরবারে হাজির হতে পারবে। আর দ্রুত লেখা ও পড়া তো হল সময়ের হিফাযতের জন্য এবং অল্প সময়ে বেশী কাজ করা ও অধিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এই গুণগুলো একজন তালিবে ইলমকে অল্প সময়ে অধিক 'পাথেয়' অর্জনে সহযোগিতা করবে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আমি তার সাথে চতুর্থ একটি গুণ যোগ করতে চাই। আর তা হল, পানাহারে দ্রুততা। কেননা যদি সে দ্রুত খাবার গ্রহণ না করে, বরং তাতে প্রবল আসক্তি রাখে এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করে, তবে দ্রুত পড়ে, লিখে ও চলে যে সময় সে সঞ্চয় করবে তার সব বা অধিকাংশই তো খাবার আয়োজন ও তা গ্রহণেই চলে যাবে। তখন পূর্বের নসীহতের উপর আমলও তার জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না ।

কাযী ইয়ায র. তাঁর الشفاء بتعريف حُقُوْق المصطفى গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী আরবগণ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ খাবার ও ঘুমের স্বল্পতা নিয়ে পরস্পর গর্ব ও

বড়াই করতেন। আর সে দু'টির আধিক্যকে নিন্দা ও ঘৃণা করতেন। কেননা পানাহারের আধিক্য অতিলোভ ও লালসার প্রমাণ বহন করে এবং মন-মানসিকতায় স্থবিরতা ও দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে । পক্ষান্তরে পরিমিত আহার অল্পেতুষ্টি ও আত্মসংযম প্রমাণ করে এবং তা দেহে সুস্থতা, চিন্তা-ভাবনায় স্বচ্ছতা ও মেধায় প্রখরতা দান করে ।

তেমনিভাবে ঘুমের আধিক্যও দুর্বলতা, নির্জীবতা, উদাসীনতা এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণ। আর জীবন ও সময় তো কর্মহীনতায় নষ্ট হয়ই। এ দু'টো মন্দ গুণের মাঝে একটি মিলও রয়েছে যে, অধিক ঘুম ও পানাহারের কারণেই হয়ে থাকে।

৫.৪ । পরিচিত, বিরাজিত ও প্রতিশ্রুত

কবি বলেন-

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها

অর্থ : অতীত তো হাতছাড়া হয়ে গেছে, আর কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত তো অনুপস্থিত। সুতরাং তোমার শুধু সেই সময়টুকুই, যাতে তুমি রয়েছ।

আর মাহমুদ ইবন হাসান আল-ওয়াররাক রহ. বলেন :

مضى أمسك الماضى شهيدًا معدلا .وأعقبه يوم عليك جديد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة .فثن بإحسان وأنت حميد فيومك إن أعقبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود ولا تُرج فعل الخير يوما إلى غد .لعل عدا يأتى وأنت فقيد

অর্থ : গত দিনটিতো তোমার (কর্ম ও জীবনের) ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীরূপে বিগত হয়েছে। তারপর তোমার সামনে এসেছে এক নতুন দিবস। তাই গতকাল যদি তুমি কোন নিন্দনীয় কাজ করে থাক, তবে আজ ভাল কাজ করে প্রশংসিত হও। আজকের দিনটিতে যদি তুমি কোন উত্তম কর্ম সাধন কর তবে তার সুফল তো তোমার কাছে ফিরে আসবে ঠিকই, কিন্তু দিনটিতো আর কখনো ফিরে আসবে না। আর উত্তম কর্মের সুযোগ এলে কখনো তা আগামীকালের জন্য রেখে দিও না। কারণ হতে পারে আগামী দিনটি আসবে, কিন্তু তুমি থাকবে না।

হাসান বসরী রহ. কে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করুন। তখন তিনি বললেন-

أمس أجل واليوم عمل وغدا أمل

অর্থ : গতকাল তো কেটে গেল, আজ হল কাজের দিন, আর কাল! সে তো আশা মাত্র। আর খলীল ইবন আহমদ ফারাহীদী রহ. বলেন, জীবনের দিনগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা : পরিচিত, বিরাজিত ও প্রতিশ্রুত। পরিচিত দিন তো যা গত হল, বিরাজিত হল আজকের দিন, আর প্রতিশ্রুত হল আগামী তথা ভবিষ্যত ।

উমর ইবন যার বলেন, চিন্তার গভীরতা দিয়ে নির্ণয় করলে বলা যায়, দিন মূলত তিন প্রকার। এক. কেটে যাওয়া দিন, যাতে আর কিছু আশা করার নেই। দুই. বর্তমান দিন- যাকে তোমার যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তিন. ভবিষ্যত- আগত দিন, যার ব্যাপারে তুমি শুধু আশাই করতে পার।

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, ও ভাই! দিন হল তিন প্রকার । এক. গতকাল, যা তার মধ্যকার সকল কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। দুই. আগামীকাল - হয়তো তুমি তা নাও পেতে পারো। আর তিন. আজকের দিন- যাতে তুমি যত ইচ্ছা সাধনা করতে পার। আর তার সুকুমারত্ব তো আল্লাহরই প্রদত্ত যে নিজ স্বার্থেই সজাগ-সতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করেছে এবং বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বেই গতকালের ছুটে যাওয়া কাজের ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছে।

আর সাহল ইবন আবদুল্লাহ তুসতারী রহ. বলেন-

- أمس قد مات، واليوم في النزع ، وغدا لم يولد

অর্থ : গতকালের তো মৃত্যু ঘটেছে, আর আগামীকাল তো ভূমিষ্ঠই হয়নি । বাকী রইল আজকের দিনটি। তা রয়েছে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে । আবু হাসেম সালামা ইবন দীনার বলেন-

- مامضى من الدنيا فحلم ، ومابقى فأماني

অর্থ : দুনিয়ার জিন্দেগী যা কেটে গেল তা তো স্বপ্নতুল্য, আর যা অবশিষ্ট তা তো আশা-আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

একথাটিই কবির ভাষায়-

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وإن غدا للناظرين قريب

অর্থ : তুমি কি দেখনি, আজকের দিনটি কত দ্রুত কেটে গেল? আর কাল তো অতি নিকটে ।

পরিশেষে বলা যায়, সময় কখনো ফিরে আসে না; নবায়িতও হয় না। তাই সদা সজাগ-সতর্ক থাকা ও তা স্মরণ রাখা উচিত।

৫.৫ । ইবনুল জাওযী (রহ.) এর উপদেশ

ইমাম আবুল ফারায ইবনুল জাওযী র. لَفْتَةُ الكبِدِ فى نصيْحةِ الولَدِ নামক গ্রন্থে- যা তিনি নিজ সন্তানকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখেছেন- তাতে উল্লেখ করেন- "গুণ ও মর্যাদা অর্জনে অলসতা এবং সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ থেকে বিমুখতা কতই না নিকৃষ্ট সাথী, কতই না মন্দ সহচর। আরাম ও বিশ্রামপ্রিয়তা সর্বক্ষেত্রেই এমন অনুতাপ ও অনুশোচনা ডেকে আনে যার প্রচণ্ডতা সকল স্বাদ ও তৃপ্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তুচ্ছ করে দেয়। সুতরাং তুমি সজাগ হও, সতর্ক হও এবং নিজের উপকারার্থে মেহনত ও মোজাহাদা করে যাও। ইতোপূর্বে যে শিথিলতা ও অবহেলা হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হও এবং যতটুকু সাধ্যে কুলায়, সময় যেটুকু সহযোগিতা করে পুণ্যবান ও পূর্ণতাপ্রাপ্তদের সঙ্গ লাভের এবং তাঁদের দলে শামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা ও সাধনা কর। তোমার 'শাখা-প্রশাখায় পানি সিঞ্চন করতে থাক যতক্ষণ সেগুলো সজীব থাকে এবং সেগুলোর মাঝে সজীবতা বিরাজ করে। তুমি তোমার হারিয়ে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোর কথা স্মরণ কর, যার সাথে হারিয়ে গেছে তোমার অলসতা ও অবহেলার স্বাদ এবং যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জনের সুযোগ । নিজের শিক্ষার জন্য এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

কখনো কখনো ইচ্ছা ও সংকল্প শিথিল হয়ে যায়, তখন যদি তাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা যায় তবে আবার তা জেগে ওঠে এবং অগ্রসর থাকে।

হিম্মত ও সাহসিকতায়, আযম ও দৃঢ় ইচ্ছায় স্থবিরতার কারণ হিসেবে অনেকেই নীচু চিন্তা ও নিকৃষ্ট মনোভাবকে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় মনোবল ও অভিপ্রায় যখন প্রবল ও উন্নত হবে তখন তা তুচ্ছ বা নিকৃষ্টে তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারে না। যেমনটা কবি বলেছেন-

إذا ما علا المرءُ رام العُلان ويقنع بالدونِ من كان دونا

উচ্চ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তি তো উচ্চতারই প্রত্যাশী হয়,

আর যে নীচ, সেই নীচুতায় তুষ্ট রয়।

৫.৬ । কাজের প্রকৃত সময় হল যৌবনকাল

প্রকৃত জীবন ও কর্মময় জীবন হল জীবনের মধ্যভাগ- অর্থাৎ যৌবন কাল। কেননা এই কালটিই অর্জন ও কর্মের বিস্তৃত ময়দান, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের এবং দান ও অবদানের বিশাল ক্ষেত্র। এসময় শক্তি থাকে পরিপূর্ণ, মনোবল থাকে সুউচ্চ। আর অসুস্থতা, দুর্বলতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা! তা তো নয় এ বয়সের ধর্ম।

প্রসিদ্ধ ইমাম ও তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন সীরীন র. এর বোন হাফছা বিনতে সীরীন র- তিনিও ছিলেন এক মহান তাবেয়ীয়াহ্- তিনি বলেন,

يا معشر الشباب، خُذوا من أنفسكم وأنتم شباب
فإني ما رأيتُ العمل إلا في الشباب

অর্থ : হে যুব সম্প্রদায়! যৌবন থাকা অবস্থায় তোমরা নিজেদের থেকে কাজ আদায় করে নাও। কেননা, আমি তো শুধু যুবকদেরকেই কর্মমুখর দেখতে পাই।

ইমাম নববী র. তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ المجموع এর ভূমিকায় লিখেছেন,

"প্রত্যেক তালিবে ইলমের কর্তব্য হল, তারুণ্য ও যৌবনে ইলম অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা- যখন তার মাঝে উদ্যম, দেহে শক্তি এবং অন্তরে সচেতনতা থাকে পূর্ণাঙ্গ। আর সে থাকে বাড়তি ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে এবং বার্ধক্য ও অক্ষমতার আক্রমণ থেকে একেবারেই মুক্ত।"

ইমাম বদরুদ্দীন ইবন জামাআহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম রহ. তাঁর খুবই উপকারী গ্রন্থ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم এ তালিবুল ইলমদের আদাব সম্পর্কে আলোচনা করতঃ লিখেন-

“.... তৃতীয় হল, জীবনের সূচনাকাল তথা তারুণ্য ও যৌবনে সে দ্রুত ইলম অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করবে। দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপণের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। কারণ তার জীবন থেকে একে একে প্রতিটি ক্ষণ হারিয়ে যাচ্ছে যার কোনো বদলা বা বিকল্প হতে পারে না।

আর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-সাধনার পথে বাধাদানকারী বিভিন্ন সম্পর্ক ও প্রতিবন্ধক বিষয়াদি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে। কেননা এ সকল বিষয় হল ইলমী পথে ডাকাততুল্য ।

এজন্যই পূর্ববর্তী মনীষীগণ স্বদেশ ও পরিবার থেকে দূরে সরে প্রবাস জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন। কারণ চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি অনুধাবনে এবং তার গভীর জ্ঞান অর্জনে ত্রুটি থেকে যাবে। এ জন্যই তো বলা হয়ে থাকে-

العلم لا يُعطيك بعضه حتى تُعطيه كلك

অর্থ : ইলম তোমাকে সামান্যও দেবে না যতক্ষণ না তুমি তাকে তোমার পূর্ণাঙ্গ (সর্বস্ব) দেবে।

যুবাকালে জ্ঞানার্জন ও তাতে সমৃদ্ধি আনয়নে সচেষ্ট হওয়ার প্রতি এবং অর্জন পথের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে উপেক্ষা করার প্রতি তালিবুল ইলমকে উদ্বুদ্ধ করতঃ তিনি আরও বলেন- '

ইলমের তলবে শিক্ষার্থীর মনোবল যেন হয় সমুচ্চ। বেশী অর্জনের সম্ভাবনা থাকলে অল্প জ্ঞানে কখনোই যেন সে ক্ষান্ত না হয় এবং নবীগণের মিরাছ অর্জনে সে যেন অল্পতেই তুষ্ট হয়ে বসে না থাকে। উপকারী কোনো জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এলে কখনো যেন তা অর্জনে সে বিলম্ব না করে এবং দীর্ঘসূত্রিতা ও কালক্ষেপণের ধোঁকায় না পড়ে। তাহলে তো তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া সুযোগ পেলেই তা অর্জন করে নিলে পরবর্তী সময়ে ভিন্ন কিছু অর্জন করার তো সুযোগ হবে- ইনশাআল্লাহ ।আর তার উচিত বিভিন্ন অক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও ব্যস্ততার প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই

উদ্যম ও সুস্থতা, যৌবন ও তারুণ্যের উচ্ছলতা, চিন্তা- ভাবনার পরিশুদ্ধতা এবং ব্যস্ততার স্বল্পতাকে মূল্যায়ন করা।

হযরত উমর রা. তো বলেছেনই-

تفقهوا قبل أن تُسوَّدوا

অর্থ : নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের পূর্বেই জ্ঞানার্জন করে নাও ।

আর শাফী রহ. বলেন-

تفقه قبل أن ترأسَ ، فإذا رأستَ فلا سبيل إلى التفقه

অর্থ : দায়িত্ব কাঁধে আসার পূর্বেই জ্ঞানার্জন করে নাও। কেননা তা কাঁধে এসে গেলে জ্ঞানার্জনের পথ (অনেকাংশেই) রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আর শাফী মাযহাবালম্বী প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন রহ. (মৃত্যু : ৫০৭ হিজরী) ছন্দে ছন্দে বলেন-

تعلم يا فتى والعود رطب وطينك لين والطبع قابل

অর্থ : হে তরুণ! শাখা যখন সজীব, মাটি নরম ও স্বভাব-প্রকৃতি গ্রহণোপযোগী থাকে তখন জ্ঞানার্জনে মশগুল থাক।

শেষ কথা

আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে আসছে। একটি একটি করে দিন আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আর বয়স কমে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু অনেক মানুষ তা বুঝতেই পারছে না। উপলব্ধিই করতে পারছে না যে, তার জীবন খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে, তা আর ফিরে আসবে না।

ফলে সে তার মূল্যায়ন এবং তার প্রতি গুরুত্ব দানে অবহেলা করছে। কোন কিছু অর্জনে বা তা থেকে উপকার গ্রহণে উদাসীন রয়ে যাচ্ছে। যেন সে ভাবছে, জীবন তো অনেক দীর্ঘ, অনেক বিস্তৃত। তা তো চিরস্থায়ী কিংবা অতি ধীরগামী। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. (১৬৪-২৪১) বলেছেন,

ما شبهتُ الشباب إلا بشئ كان فى كمّي فسَقَط

অর্থ : আমি তো যৌবনকালকে শুধু উপমা দিতে পারি এমন কোন বস্তুর সাথে, যা আমার আস্তিনে ছিল, তারপর তা খোয়া গেল।

যৌবনকালকে, তথা কাজের প্রকৃত সময়কে তাঁর কাছে এত সংক্ষিপ্ত ও এত সামান্য মনে হয়েছে। অথচ তিনি প্রায় সাতাত্তর বছর হায়াত পেয়েছিলেন। সত্যি বন্ধু! জীবন যতই দীর্ঘ হোক তবু তা ক্রমহ্রাসমান। যৌবন কাল যতই বিস্তৃত হোক তবু তা দ্রুত অপসৃয়মান ।

আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন, যিনি এই পরম সত্য তুলে ধরেছেন কবিতার ভাষায়,

أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة

অর্থ : মানবশিশুর জন্মকালে আযান দেয়া,

আর (জানাযার) নামাযকে মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত করা

একথারই প্রমাণ যে, জীবনকাল তার অতি সংক্ষিপ্ত,

আযান থেকে নামায, যেন এর মধ্যবর্তী সময়কাল যত !

ইমাম আহমদ রহ. এর পূর্বোল্লিখিত উক্তির দিকে লক্ষ্য করেই এক কবি বলেন-

الله أيام الشباب وعصره • لو يُستعار جديده فيُعارُ
ما كان أقصر ليله ونهارة وكذاك أيام السرور قصار

অর্থ : যৌবন কাল ও তার দিনগুলো একমাত্র আল্লাহরই বিশেষ দান। হায়, যদি নতুনভাবে তা ধার নেয়া যেতো তবে তাই নেয়া হতো। কত না সংক্ষিপ্ত তার দিন রাত, যেমনটা সংক্ষিপ্ত হয় সুখের দিনকাল।

আরেক কবি বলেন-

وما بين ميلاد الفتى ووفاته إذا نصح الأقوام أنفسهم عمرُ لأنَّ الذي يأتي شبيه الذي مضى
وما هو إلا وقتك الضّيقُ النزر

অর্থ : মানুষ যদি নিজেদের কল্যাণকামী হয় তবে তাদের উপলব্ধি করা উচিত, তারুণ্যের জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের সময়টুকুই তাদের জীবন। কেননা যা আহুত তা তো অতীত দিনগুলোর মতই দ্রুত হারিয়ে যাবে। আর তাও তো অতি সংক্ষিপ্ত সময় বৈ কিছুই নয়।

অন্য কবি বলেন-

ألا إنما الإنسان ضيف لأهله .يُقيم قليلا عندهم ثم يرحل

অর্থ : জেনে রাখ বন্ধু! মানুষ তার পরিবারের কাছে আগত এক মেহমান মাত্র। অল্প কিছুদিন তাদের কাছে অবস্থান করে, তারপর পাড়ি জমায় অন্য জগতে।

আর প্রসিদ্ধ কবি মুতানাব্বী বলেন-

وما ماضى الشباب بمستردّ ولا يوم يمر بمستعاد

অর্থ : হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। আর কেটে অতিক্রান্ত দিনকে কখনো ফিরিয়ে আনা যায় না ।

আর আপন সন্তানের মৃত্যুতে বলা শোকগাথায় প্রসিদ্ধ কবি আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আত-তাহযী রহ. (জন্ম : ৩৬০ হিজরীর শেষ দিকে আর মৃত্যু : ৪১৬ হিজরীতে) কিছু পঙক্তি আবৃত্তি করেন— যেগুলো ছিল খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সময়ের সদ্ব্যবহার ও বিশেষত যৌবনকালের মূল্যায়ন সম্পৃক্ত।

فاقضوا ماربكم عجالا إنما هي أعماركم سفر من الأسفار
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا • أن تسترد فإنهنَّ عواري

অর্থ : তোমরা নিজেদের প্রয়োজনাদি দ্রুত পূর্ণ করে নাও, কারণ তোমাদের জীবনকাল তো একটি সংক্ষিপ্ত সফর মাত্র। আর যৌবনের অশ্বকে তোমরা প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দাও এবং তাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর। কেননা তা তোমাদের জিম্মায় (আল্লাহ্ প্রদত্ত) ঋণস্বরূপ ।